AKASHVANI (Kolkata)

Regional News Unit

Date : 12-09-24 **Desk in Charge :**

Time : 7.35 A.M. **Compiling :**

Opening Announcement –

আকাশবাণী / খবর পড়ছি –

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকদের বৈঠকে বসা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত।

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

২/ চিকিৎসক পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে CBI, RG KAR-এর চার ইন্টার্নকে ফের জেরা করেছে।

সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী এবং RG KAR-এর প্রাক্তন সুপার আখতার আলিকেও জেরা করেছে ইডি।

৩/ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারদের সঙ্গে প্রস্তাবিত আজকের বৈঠকটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

৪/ রাজ্যে পরবর্তী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে, আগামী বছরের পাঁচ ও ৬'ই ফেব্রুয়ারী।

****

RG KAR কান্ডের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থানে বসা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে দিনভর টানাপোড়েন চললেও অচলাবস্থা কাটেনি।

নবান্নে গতসন্ধ্যায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সাংবাদিকদের জানান, শর্ত রাখা হলে আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জুনিয়ার ডাক্তাররা কাজে ফিরবেন এবং নিঃশর্ত আলোচনায় বসে সমস্যা মেটানোয় উদ্যোগী হবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

(বাইট- মনোজ)

রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক রাজীব কুমারও আন্দোলনকারীদের আলোচনার পরিবেশ তৈরি করার আবেদন জানিয়ে বলেছেন, আন্দোলন যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, তা দেখতে হবে। মুখ্য সচিব ও ডিজির সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৈঠক নিয়ে আন্দোলনকারীরা নানা শর্ত আরোপ করার পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কাজে যোগ না দিলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেলেও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, এব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, তা কার্যকর করা সকলেরই কর্তব্য।

(বাইট – চন্দ্রিমা)

এদিকে, সরকারের তরফে সাংবাদিক বৈঠকের পরই জুনিয়ার ডাক্তারদের
পক্ষে কিঞ্জল নন্দ বলেন, এই আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক রঙ নেই।
কোনটা শর্ত আর কোনটা আলোচনা, সেটা আপেক্ষিক।

(বাইট- কিঞ্জল নন্দ)

****

এর আগে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের পাঠানো চিঠির জবাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে, শর্ত সাপেক্ষে আলোচনায় যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠানো হয়। অবিলম্বে কাজে যোগ দেবার আবেদন জানানোর পাশাপাশি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ,

গতকাল সন্ধে ৬-টায় আন্দোলনকারীদের ১২ থেকে ১৫ জনের একটি দলকে নবান্নে আসতে অনুরোধ করেন। জবাবে ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি থাকার এবং যে পাঁচটি মূল দাবি নিয়ে তাদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী, বৈঠকে সেগুলি নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। বৈঠক হলে তার সরাসরি সম্প্রচার এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির দাবিও জানান তাঁরা। দিনভর এনিয়ে চলে টানাপোড়েন। পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, পরে নেওয়া হবে বলেও জানান আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা।

স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আজ'ও তাঁদের অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু সাধারণ মানুষ। আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অনেকেই খাবার-দাবার, পানীয় জল পাঠাচ্ছেন। বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে একাধিক সংগঠন।

****

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেটানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে উদ্যোগ নিতে হবে বলে বিজেপি জানিয়েছে। কলকাতায় দলের রাজ্য সম্পাদক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা সমাজের ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই সমস্যার সমাধানে তাঁদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া উচিত। তিনি আরো জানান, শাসকদলের নেতারা নানা বিবৃতি দিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন ও তাদের আন্দোলনকে ছোট করার চেষ্টা করছেন।

এদিকে, কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন, ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বিধানসভা ভবনের বাইরে গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ডাক্তাররা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ দেখলে সাধারণ মানুষও এবার স্বার্থ রক্ষায় রাস্তায় নামবেন।

অন্যদিকে, RG KAR কান্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে তাঁর দল রয়েছে বলে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবীতে পূর্ব কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাট চৌমাথায় চলা দুদিনের অনশন আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে চলা এই আন্দোলন, অরাজনৈতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ মানুষের আন্দোলন।

****

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত বলে SUCI কমিউনিস্ট জানিয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, জনস্বার্থে পরিচালিত এই আন্দোলনকে সরকার যেভাবে রাজনৈতিক তকমা দিতে চাইছে, তা' অনভিপ্রেত।

****

প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ডিন পদে ইস্তফা দিয়েছেন, হাসপাতালের ডিন, ডাক্তার তাপস ঘোষ। তিনি ওই হাসপাতালের MSVP'ও। দিনভ'র

জুনিয়ার ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়াদের একাংশের হাতে ঘেরাও-এর পর অধ্যক্ষ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে পড়ে কলেজ কাউন্সিলের সভা ডাকেন। প্রিন্সিপালের দপ্তর থেকে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ ক্রমে বিতর্কিত চিকিতসক অভীক দে-র স্ত্রী নূপুর ঘোষকে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে অবলম্বে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এক বছর আগেই তাঁর বদলীর নির্দেশ থাকলেও, এতোদিন তা' কার্যকর হয়নি। পাশাপাশি, বেশ কয়েকজন ছাত্র, ইন্টার্ন, জুনিয়ার ডাক্তার ও সিনিয়ার রেসিডেন্টের, হস্টেলে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ৯'জন ছাত্র-ছাত্রী, পাঁচ জন ইন্টার্ন, দু'জন জুনিয়ার রেসিডেন্ট এবং দু'জন সিনিয়ার রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের নানা অভিযোগ ছিল।

অন্যদিকে, IMA-র মালদা শাখার সভাপতি পদ থেকে ডাক্তার তাপস চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় অন্তর্বর্তী সভাপতি হয়েছেন ডাক্তার সায়ন্তন গুপ্ত।

উল্লেখ্য, RG KAR হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সেমিনার হলের ভাইরাল ভিডিও-য় অন্যদের সঙ্গে তাপস চক্রবর্তীকেও দেখা গিয়েছিল।

****

RG KAR হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে সিবিআই গতকাল সিজিও কমপ্লেক্সে ওই হাসপাতালের চার ইন্টার্নকে ফের জেরা করেছে। ঘটনার দিন নির্যাতিতার সঙ্গে এরা ডিউটি করছিলেন। এর আগে সিবিআই আরও এক ইন্টার্নকে জেরা করে।

হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগকারী প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলিকে গতকাল ইডি ফের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই হাইকোর্ট, এই দুর্নীতির তদন্তভার কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেয়। একই সঙ্গে সিজিও কমপ্লেক্সে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী সঙ্গীতা এবং ব্যক্তিগত সহায়ক, সিবিআই-এর হাতে ধৃত প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কেও ইডি বেশ কয়েক ঘন্টা জেরা করে।

অন্যদিকে, আর্থিক দুর্নীতি কান্ডে ধৃত সন্দীপ ঘোষকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়েছে। ঐ জেলেই চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলিন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে জেরা করেন CBI আধিকারিকরা। রাত সাড়ে ৯'টা পর্যন্ত CGO কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কলকাতা পুলিশের ডিসি-নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে। সঙ্গে ছিলেন ডিসি-ডিডি স্পেশাল ।

****

RG KAR আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে ইডি আজ প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ **চন্দন লৌহের** টালার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাচ্ছে। চন্দন লৌহ এবং তাঁর স্ত্রী ক্ষমা লৌহকে জেরা করছেন আধিকারিকরা। তল্লাশি চলছে, কালিন্দির একটি মেডিক্যাল সরঞ্জাম সররবরাহকারী অফিসে। ইডির দল গেছে বাগবাজার, চিনার পার্কেও।

উল্লেখ্য, CBI গত ২৫শে আগস্ট চন্দন লৌহের বাড়ি ও আরো কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায়।

****

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় নবান্নে প্রস্তাবিত বৈঠকটি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। আজ দুপুর একটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল সুপারদের সেখানে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। থাকার কথা ছিল জেলা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তাদের। সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছিল বৈঠকে। স্বাস্থ্যসচিব নরায়ণস্বরূপ নিগম গতকাল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে জরুরি কাজ চলায় বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সেটি হতে পারে। এজন্য দিন-ক্ষণ পরে জানানো হবে।

****

RG KAR কান্ডের প্রতিবাদ এবং নাগরিক জাগরণের আহ্বান জানিয়ে গতকাল আয়োজন করা হয় ‘বিবেক জাগরণ যাত্রা’-র। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার দিনটির স্মরণে সিমলা স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেন, সমাজের বহু বিশিষ্ট জন। ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, চিকিৎসক কুণাল সরকার, প্রাক্তন আমলা তথা প্রাক্তন সাংসদ বিক্রম সরকার, শিক্ষক বিমল শঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

হাওড়ার সাঁকরাইলে গতকাল রাত দখল-এর ডাক দেয় একাধিক গণ সংগঠন।

****

গো-মাংস খাওয়ার অভিযোগে হরিয়ানায় বাংলার যুবক সাবির মল্লিককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিতে গতকাল কলকাতার হরিয়ানা ভবনে বিক্ষোভ দেখায় নাগরিক দ্রোহ নামে একটি সংগঠন। গিরিশ পার্ক থেকে মিছিল করে গিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তারা একটি ডেপুটেশন তুলে দেয় ভবন কর্তৃপক্ষের হাতে।

****

রাজ্যে পরবর্তী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন, আগামী বছরের পাঁচ ও ৬'ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি, চলতি মাসে কলকাতায় আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক 'শপিং ফেস্টিভেল'। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আগামী ২০ তারিখ এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উৎসব চলবে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

রাজ্যে শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার গতকাল বৈঠক করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে নবান্ন সভাঘরে ঐ বৈঠকে বিভিন্ন বণিক সংগঠন ও শিল্পপতিরা যোগ দেন। ছিলেন সঞ্জয় বুধিয়া, সি কে ধানুকা প্রমুখ। সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও, আগ্রহী শিল্পপতিদের রাজ্য সরকার কি ধরণের সুযোগ-সুবিধা দেবে, তা' নিয়ে কথা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আরো বেশী সংখ্যক ক্ষুদ্র ও অনুসারী শিল্প স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছেন শিল্পপতিদের। আগামী তিন মাসের মধ্যে এরাজ্যে বড় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চলতি বছরে রাজ্য সরকারের তরফে শিল্প মেলার পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

****

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে গতকাল শুরু হয়েছে বাংলার তাঁতের হাট। রাজ্যের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে ২৯ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, প্রতিযোগিতার বাজারে তাঁতের চাহিদা বেড়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে ৩০০টি স্টল বসেছে। বালুচরী, ধনেখালি, জামদানি, টাংগাইল, মসলিন, শান্তিপুরি সহ নানা ধরনের তাঁতের শাড়ির সম্ভার থাকছে বাংলার তাঁতের হাটে। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ছাড়াও মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

****

মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুর্ব রেল, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পূর্ব রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী (RPF), সুরক্ষিত ভ্রমণের জন্য ইতোমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে। আগস্ট মাসে মহিলা কামরায় অবৈধভাবে ভ্রমণ-এর অভিযোগে মোট এক হাজার ৭৭৪ জনকে গ্রেপ্তার ও মামলা দায়ের করা হয়েছে। জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে মোট ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৫০ টাকা।

****